অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

নবীদের কিতাব : সফনিয়

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনাঃ সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:
Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB | International Bible CHURCH

নবীদের কিতাব : সফনিয়

ভূমিকা

লেখক ও শিরোনাম

ইসরাইলের আল্লাহ্ (মাবুদ) ছিলেন এই কিতাবের প্রকৃত স্রষ্টা, তবে এহুদার কাছে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করার জন্য প্রতিনিধিত্ব করতে যাঁকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর নাম সফনিয়। পরে তাঁর নামে এই কিতাবের নামকরণ করা হয়। নাম এবং বংশ বৃত্তান্ত ছাড়া তাঁর সম্পর্কে খুব কমই জানা যায়। এই নাবীর নাম ছিল সফনিয়। এই নামের অর্থ হল "মাবুদ গোপন করে রাখেন বা রক্ষা করেন"। এই নামটি বাদশাহ্ মানশার দুষ্টতাপূর্ণ রাজত্বের সময় আল্লাহ্র উপর ঈমান রাখা স্বরূপ তাঁর পিতা মাতার আল্লাহ্র প্রতি ভক্তিকে প্রকাশ করে। প্রকৃতপক্ষে ১:১ আয়াতে উল্লিখিত বংশ তালিকা ব্যক্ত করে যে, সফনিয় ছিলেন হিষ্কিয়ের বংশধর। সম্ভবত হিষ্কিয় ছিলেন দুই দুষ্ট বাদশাহ্ সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে এহুদার শাসনকারী ধার্মিক বাদশাহ্।

সময়কাল

ইউসিয়ার রাজত্বের সময়ে (৬৪০-৬০৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এই কিতাবটি রচনা করা হয়েছিল। ইউসিয়া ছিলেন এহুদার অন্যতম উল্লেখযোগ্য একজন বাদশাহ্ (২ বাদশাহ্ ২৩:২০; ২ খান্দান ৩৩:২৫–৩৫:২৭)। উত্তর রাজ্য ইসরাইল ইতোপূর্বে ৭২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নির্বাসিত হয়েছিল। তাই ইসরাইল জাতি (সফনিয় ২:৯; ৩:১৩-১৫) নামটি এখানে উল্লেখ করা হয় নি। এছাড়া এই কিতাবে ইসরাইল জাতির অবশিষ্টাংশ সম্পর্কে বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে: ক্ষুদ্র এহুদা এবং এর রাজধানী জেরুশালেম।

ইউসিয়া ছিলেন একজন সংস্কারক বাদশাহ্, যিনি গ্রহণযোগ্য এবাদতের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, যা তাঁর প্রপিতামহ হিষ্কিয়ের সময় প্রচলিত এবাদত পরবর্তী সময় আর অব্যাহত থাকে নি (২ বাদশাহ্ ২১:১-২৬)। কেউ কেউ মনে করেন যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী শুরু হয়েছিল ইউসিয়ার রাজত্বকাল থেকে, যখন লোকেরা নিন্দনীয় বিজাতীয় লোকদের আচার অনুষ্ঠানের কার্যক্রমে লিপ্ত হয়েছিল (সফনিয় ১:৮-৯)। এটি কোন বাধ্যবাধকতার সাক্ষ্য ছিল না, যদিও ধর্মীয় সংস্কার কার্য হয়েছিল তবুও এর পরেও সকল মানুষের জীবন পরিবর্তিত হয় নি।

এই একই সময়ব্যাপী অন্যান্য নবীদের তবলিগ (যেমন ইয়ারমিয়া, নাহুম এবং হাবাক্কুক) থেকে এটি স্পষ্ট এবং তা প্রকাশ করে যে, যারা সব সময় নবীদের আহ্বানে সাড়া দিতে এবং নতুনভাবে ভবিষ্যদ্বাণী শোনার প্রয়োজনকে অস্বীকৃতি জানায়, তাদের মন পরিবর্তনের জন্য আহ্বান কতটা স্পষ্ট তা কোন বিষয় ছিল না।

মূল বিষয়

সফনিয় কিতাবের মূল বিষয় হল "মাবুদের দিন" (১:৭ আয়াত ইত্যাদি)। এই বিষয়টি যে কোন নবীর তবলিগ ও বাণী প্রচারের জন্য অন্যতম প্রধান একটি বিষয়। এই উল্লিখিত দিন দুটি বিষয়কে ব্যক্ত করে: যারা আল্লাহ্র বিরুদ্ধে গুনাহ্ করে তাদের শাস্তি দেওয়া হবে এবং যারা আল্লাহ্র বাধ্য হয়ে চলে তাদের দোয়া করা হবে। আল্লাহ্ স্বয়ং শাস্তি এবং প্রশংসা উভয়ই ন্যায্যভাবে প্রকাশ করবেন।

উদ্দেশ্য, উপলক্ষ্য এবং পটভূমি

এহুদা তার জ্ঞাতি ইসরাইলের একটি প্রজন্ম এবং তার পূর্ববর্তী দুটি প্রজন্মের ধ্বংস এবং নির্বাসন দেখা সত্ত্বেও জাতি হিসেবে আল্লাহ্র প্রতি চুক্তির বাধ্যবাধকতাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। ধার্মিক ইউসিয়ার রাজত্বকালে এটি পরিবর্তন করার চমৎকার সুযোগ লাভ করেছিল। অন্যদিকে আল্লাহ্ সফনিয়ের মাধ্যমে এই বিষয়টি পরিষ্কার করতে চেয়েছেন যে, এই সিদ্ধান্ত এহুদার কাছে পেশ করা হয়েছে এবং বস্তুত অন্য সমস্ত জাতির মধ্যে এক সঙ্গে এই সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়েছিল। আল্লাহ্ এহুদাকে শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন, কারণ তার মধ্যে তিনি গুনাহ্ দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু যদি সে তার গুনাহ্র জন্য অনুতাপ করে এবং সমস্ত দুষ্টতাপূর্ণ কাজ পরিত্যাগ করে, তাহলে হয়তো আল্লাহ্ তার গুনাহ্ মাফ করবেন (২:৩)।

অনেক জাতি ছিল যারা আল্লাহ্র লোক ইসরাইলের বিরুদ্ধাচারণের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্র প্রতিরোধ করেছিল, সেই বহু জাতির পটভূমির বিপক্ষতা করেছে এই কিতাব। ফিলিস্তিনীরা (২:৪-৭) বিজয়ের সময় থেকে একই দেশের জন্য ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল (উদাহরণস্বরূপ হিজরত ১৩:৭; ইউসা ১৩:২), বিজয়ের পূর্বে যখন ইসরাইলের দূর সম্পর্কীয় জ্ঞাতি মোয়াব এবং অম্মোন (পয়দা ১৯:৩৬-৩৮) তাদের দেশের মধ্য দিয়ে ইসরাইল জাতি অতিক্রম করছিল তখন তাদেরকে বাধা দিয়েছিল (শুমারী ২২-২৪ অধ্যায়)। এই অভিশাপ বা বদদোয়া (সফনিয় ২:১২) সম্ভবত মিসরীয় পঁচিশতম (ইথিওপীয়) রাজবংশের (ইশাইয়া ১৮ অধ্যায় দেখুন) উদ্দেশ্যে আরোপ করা হয়েছিল। যখন বিদেশী শক্তি আশেরিয়া (সফনিয় ২:১৩-১৫) এহুদাকে নিয়ন্ত্রণ করার

চেষ্টা করছিল তখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। সব শেষে বিস্ময়করভাবে আল্লাহ্‌র অপর বিরুদ্ধাচারণকারী এহুদার রাজধানী জেরুশালেমের মাধ্যমে অন্য সকল জাতির কাছে ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করা হয়। এই স্থানে যারা নিজেদেরকে তাঁর লোক বলে দাবী করতো, আল্লাহ্‌র কালাম শুনে তাদের মনে যে অসন্তোষের ভাব জন্মেছিল তা তাদের মুখে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছিল।

মূল বিষয়বস্তুসমূহ

- আল্লাহ্‌ সমগ্র দুনিয়ার বিচার করবেন (১:২-৩, ১৭-১৮; ৩:৮), এহুদা (১:৪-১৬; ৩:১-৭)। একইভাবে তার বিজাতীয় প্রতিবেশী দেশ সমূহকেও শাস্তি দেবেন (২:৪-৮)।
- শরীয়ত রক্ষাকারী হিসেবে আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের প্রতি দোয়া করবেন, যখন তারা তাদের শরীয়তের সঙ্গে সম্পর্কের কাছে ফিরে আসবে (৩:১১-২০)।
- আল্লাহ্‌ সমস্ত লোক এবং জাতিদের অসীম দোয়া এবং অনুগ্রহ করতে চান (৩:৯-১০)।
- অদূর ভবিষ্যতে ইমাম এবং তার লোকদের জন্য রয়েছে বিচার এবং রহমত উভয়ই (১:৪-১৮; ২:৩)। এছাড়া সুদূর ভবিষ্যতেও শাস্তি এবং দোয়ার মত উভয় ঘটনা ঘটবে (৩:৮-৯,১১,১৩-১৭)।
- আল্লাহ্‌র দ্বিতীয় বংশের সন্তানের মত আর কোন কিছুই নেই। প্রত্যেক বংশ হবে স্বয়ং আল্লাহ্‌র শরীয়তের অধিকারভুক্ত। এটি পূর্ববর্তী বংশধরদের ঈমানের উপর নির্ভর করবে না।

নাজাতের ইতিহাসের সারসংক্ষেপ

আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের উপরে শাস্তি আরোপ করেছিলেন যাতে তার লোকদের মধ্যে থেকে অ-ঈমানদার লোকদের বের করে দিতে পারেন। একই সময়ে তিনি বিশ্বস্ত লোকদের রক্ষা করবেন এবং সকল লোকদের আল্লাহ্‌র সাহচার্যে আনবার কাজে তাদের ব্যবহার করবেন। বিচারের মহা দিনে আল্লাহ্‌ সমস্ত মানব জাতির মধ্য থেকে অ-ঈমানদার লোকদের বের করে দেবেন এবং বিশ্বস্তদের পূর্ণ উত্তরাধিকার দান করবেন।

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

সফনিয় কিতাব হল ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতীকরূপ কাজের কিতাব, কিন্তু বৈশিষ্ট্যমূলক অংশগুলো বর্ণনা করে রচিত হয়েছে। ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কিত কিতাবের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বিচারের ভবিষ্যদ্বাণী, যেমন সবশেষে প্রত্যাশিত স্থানে আসন্ন নাজাতের ভবিষ্যদ্বাণী। সফনিয় তথা কথিত ছোট নবীদের মধ্যে অনেকাংশে অনন্য ও অসাধারণ ছিলেন এবং কারও কারও মতে তিনি বড় নবী বা প্রধান নবীদের মধ্যে "ক্ষুদ্রতম" ছিলেন। সফনিয়ের কিতাবের রয়েছে আল্লাহ্‌র বিচারের ভবিষ্যদ্বাণী (১:১-১৮), বিভিন্ন জাতির বিরুদ্ধে ভবিষ্যদ্বাণী (৩:৮-২০) এবং এর সঙ্গে সম্পৃক্ত ২:১-৩ এবং ৩:১-৭ (বিজাতীয়দের দিক থেকে স্বদেশীয় মঙ্গলের বিষয়ে দিকে ফিরে আসা, আমোস ২:৪) আয়াতে বিষয়বস্তুগুলোকে দেখতে পাওয়া যায়। পরিবর্তন সূচক ভবিষ্যদ্বাণীর অনুরূপ কার্য সমূহ জেরুশালেমের সম্পর্কে প্রয়োগ করা হয়েছে।

কিতাবটির সাহিত্য বিষয়ক রূপরেখা ও পরিকল্পনা: মাবুদের আগমনের দিনের প্রসঙ্গের সাহায্যে গুনাহ্‌ সম্পর্কে আল্লাহ্‌র বিচারের বিষয়ে বর্ণনা; আসন্ন বিচারের প্রতীকী শব্দ দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করতে কাব্যের উপাদানকে ব্যবহার করা; আসন্ন বিচারের ভীতিজনক দৃশ্য মানসপটে জাগিয়ে তোলার মধ্য দিয়ে অনুতাপ ও মন পরিবর্তন করতে অনুপ্রাণিত করা; আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমতের নিদর্শন হিসেবে তাঁর লোকদের প্রতি তাঁর মহব্বত ও আনুকূল্য ফিরিয়ে আনার বিশেষ নিদর্শন প্রকাশ; এবং সম্পদশালী ও ভোগবাদীদের সম্পর্কে কথা বলার সময় (১:৮-৯,১২,১৮; ৩:৩-৪) নিজেকে সাধারণ জনগণ ও অভাবী দুঃখী দরিদ্র মানুষের কাতারে এসে বক্তব্য রাখা (বিশেষ করে সফনিয় ২:৩ আয়াত দ্রষ্টব্য)। এটি আরও ভাল প্রকাশ পেয়েছে ৩:১১-১৩ আয়াতে।

সফনিয় কিতাবের সমসাময়িক মধ্যপ্রাচ্য

৬২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ

সফনিয় বাদশাহ্‌ ইউসিয়ার রাজত্বের সময়ে পরিচর্যা কাজ করেছিলেন। সে সময় মিসর, এহুদা ও ব্যাবিলন (মাদিয়ানীয়দের সাহায্য দ্বারা) তাদের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার নিয়ে রাজ্য পরিচালনা করত এবং আশেরীয়দের ক্ষমতা সে সময় ধীরে ধীরে লোপ পাচ্ছিল। এই সময়ে পরে খুব দ্রুত মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে ক্ষমতাধর রাষ্ট্র হিসেবে আশেরীয়রা স্থান দখল করে নেয়।

প্রধান আয়াত: "হে দেশস্থ সমস্ত নম্র লোক, তাঁর শাসন পালন করেছ যে তোমরা, তোমরা মাবুদের খোঁজ কর, ধর্মের অনুশীলন কর, নম্রতার অনুশীলন কর; হয় তো মাবুদের ক্রোধের দিনে তোমরা গুপ্তস্থানে রক্ষা পাবে" (২:৩)।

প্রধান প্রধান স্থান: জেরুশালেম

কিতাবটির রূপরেখা:

১) বিচার করবার জন্য আল্লাহ্‌র দৃঢ় সংকল্প (১:১-১৮ আয়াত)
২) এহুদাকে গুনাহ্‌ থেকে তওবা করতে বলা (২:১-৩ আয়াত)
৩) অ-ইহুদী জাতিদের ধ্বংস (২:৪-১৫ আয়াত)
৪) জেরুশালেম ও অন্যান্য জাতিদের জন্য দুঃখপ্রকাশ (৩:১-৮ আয়াত)
৫) যারা বিশ্বস্ত ছিল তাদের কাছে সান্ত্বনার সংবাদ (৩:৯-২০ আয়াত)

এহুদার উপরে আগত দণ্ড

১ [১] মাবুদের এই কালাম আমোনের পুত্র এহুদার বাদশাহ্ ইউসিয়ার সময়ে সফনিয়ের কাছে নাজেল হল। ইনি কূশির পুত্র, কূশি গদলিয়ের পুত্র, গদলিয় অমরিয়ের পুত্র, অমরিয় হিষ্কিয়ের পুত্র।

[২] আমি ভূতল থেকে সকলই সংহার করবো, মাবুদ এই কথা বলেন। [৩] আমি মানুষ ও পশুকে সংহার করবো, আমি আসমানের পাখিকে, সমুদ্রের মাছকে সংহার করবো ও দুষ্টদেরকে উচোট খাওয়াব; হ্যাঁ, আমি ভূতল থেকে মানুষকে মুছে ফেলব, মাবুদ এই কথা বলেন। [৪] আর আমি এহুদা ও জেরুশালেম-নিবাসী সকলের বিরুদ্ধে আমার হাত বাড়িয়ে দেব এবং এই স্থান থেকে বালের সমস্ত কিছু ও পুরোহিতসুদ্ধ তাদের নাম মুছে ফেলব; [৫] এবং তাদেরকেও মুছে ফেলব, যারা ছাদের উপরে আকাশ-বাহিনীর কাছে সেজদা করে এবং যারা মাবুদের কাছে শপথ করে ও সেজদা করে, অথচ মিল্‌কম দেবতার নামেও শপথ করে, [৬] এবং যারা মাবুদের পিছনে চলা থেকে ফিরে গেছে ও যারা মাবুদের খোঁজ করে নি ও তাঁর অনুসন্ধান করে নি।

[৭] তুমি সার্বভৌম মাবুদের সাক্ষাতে নীরব হও; কেননা মাবুদের দিন সন্নিকট; কারণ মাবুদ একটি কোরবানীর আয়োজন করেছেন, তাঁর দাওয়াতপ্রাপ্ত লোকদের পবিত্র করেছেন। [৮] মাবুদের সেই কোরবানীর দিনে আমি কর্মকর্তাদের, রাজকুমারদের ও বিজাতীয় পোশাক পরা সমস্ত লোককে দণ্ড দেব। [৯] আর যারা লাফ দিয়ে গোবরাট পার হয়, যারা নিজেদের প্রভুর বাড়ি জোর-জুলুমে ও ছলনায় পরিপূর্ণ করে, সেদিন আমি তাদেরকে দণ্ড দেব। [১০] মাবুদ বলেন, সেই দিন মৎস্য-দ্বার থেকে

[১:১] ২বাদশা ২২:১; ২খান্দান ৩৪:১-৩৫:২৫।
[১:২] পয়দা ৬:৭।
[১:৩] ইয়ার ৫০:৩।
[১:৪] মীখা ৫:১৩; সফ ২:১১।
[১:৫] লেবীয় ১৮:২১; ইয়ার ৫:৭।
[১:৬] ইশা ১:৪; ইয়ার ২:১৩।
[১:৭] ইশা ৪১:১।
[১:৮] ইশা ২৪:২১।
[১:৯] ১শামু ৫:৫।
[১:১০] ইশা ২২:৫।

১:১ মাবুদের এই কালাম। নবীদের কিতাব শুরু করার জন্য খুব প্রচলিত একটি ভাষা (দেখুন ইয়ার ১:২ হোসিয়া ১:১ আয়াত ও নোট)। *সফনিয়।* এই নামের অর্থ "মাবুদ গোপন রাখেন" বা "মাবুদই সুরক্ষা দেন"। সম্ভবত দুষ্ট বাদশাহ্ মানাশার সময়ে শিশু সফনিয়কে মাবুদ আল্লাহ্ যেন রক্ষা করেন সেজন্য তাঁর পিতা মাতা এই নাম রেখেছিলেন। *হিষ্কিয়ের পুত্র।* রচয়িতা বংশ বৃত্তান্ত পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, যখন তিনি নবী হিসেবে পরিচর্যা কাজ করতে শুরু করেন সে সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র ২০ বছর। শাসক গোষ্ঠীর সাথে তাঁর যোগাযোগ বা সম্পর্ক নবী ইশাইয়া বা অন্যান্য নবীর চেয়েও বেশি ছিল বলে দেখা যায়, যদিও নবী ইশাইয়া নিয়মিত বিচারালয়ে যেতেন এবং তিনিও সম্ভবত বেশ অভিজাত বংশের লোক ছিলেন।

১:২-৩ সংহার করবো। নবী সফনিয় আসন্ন দুর্যোগ সম্পর্কে এমন ভাষা ব্যবহার করেছেন যা মাবুদ আল্লাহ্ মহা বন্যা সংঘটিত হওয়ার আগে বলেছিলেন (পয়দা ৬:৭ আয়াত)। কিন্তু এবারে আর পানি নয়, এবারে তা হবে আল্লাহ্‌র গজবের আগুন (আয়াত ১৮; ৩:৮ দেখুন)।

১:৩ দুষ্টদেরকে উছোট খাওয়াব। জবুর ১১৫:৪-৮; ইশা ৪৪:৯-২০; হোসিয়া ৮:৪-৮; ৯:১০ আয়াত ও নোট দেখুন।

১:৪-৬ খুব সম্ভবত এখানে বোঝানো হয়েছে যে, নবী সফনিয়ের পরিচর্যা কাজের মূল সময়কাল ছিল ৬২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগে, যেহেতু এখানে যে সমস্ত কাজের ব্যাপারে অভিযোগ তোলা হয়েছে সেগুলোকে বাদশাহ্ ইউসিয়া তাঁর পুনঃসংস্কার কাজের মধ্য দিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন (২ বাদশাহ্ ২৩:৪-১৬ আয়াত ও নোট দেখুন)। সম্ভবত নবী সফনিয়ের বার্তাটি ছিল মূলত বাদশাহ্ ইউসিয়াকে সংস্কার কার্যক্রমে উৎসাহিত করা (তুলনা করুন ২ খান্দান ৩৪:১-৭ আয়াত)।

১:৪ বাল দেবতার পূজা করা সহ অন্যান্য পৌত্তলিক আচার অনুষ্ঠান পালনের জন্য এহুদাকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। *বাল দেবতা।* দেখুন কাজী ২:১৩ আয়াতের নোট। *এই স্থান।* জেরুশালেম নগরী, যেখানে সম্ভবত নবী সফনিয়ও বাস করতেন।

১:৫ ছাদের উপরে। দেখুন ২ বাদশাহ্ ২৩:১২; ইয়ার ১৯:১৩ আয়াত ও নোট। *আকাশ-বাহিনীর কাছে সেজদা করে।* দেখুন দ্বি.বি. ৪:১৯; ২ বাদশাহ্ ১৭:১৬ আয়াত ও নোট; ২১:৩; ইশা ৪৭:১৩ আয়াত। *মাবুদের কাছে শপথ করে ... মিল্‌কম দেবতার নামেও শপথ করে।* এই চর্চাকে বলা হয় Syncretism, বা নিজ সৃষ্টিকর্তার সাথে অন্য দেবতাদেরও এবাদত করা। *মিল্‌কম।* অম্মোনীয়রা এই দেবতার পূজা করতো। এই দেবতার পূজার আচার অনুষ্ঠানে অনেক ক্ষেত্রে শিশু বলি দান অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইসরাইল জাতির জন্য মিল্‌কম দেবতার পূজা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল (দেখুন লেবীয় ১৮:২১ আয়াত ও নোট; ২০:১-৫)। তা সত্ত্বেও বাদশাহ্ সোলায়মান দেবতা মিল্‌কমের জন্য জৈতুন পর্বতের চূড়ায় একটি বেদী নির্মাণ করে দিয়েছিলেন (১ বাদশাহ্ ১১:৭ আয়াত দেখুন)। বাদশাহ্ মানাশা কিন হিন্নোম উপত্যকায় মিল্‌কম দেবতার নিয়মিত পূজার আয়োজন করেছিলেন (দেখুন ২ খান্দান ৩৩:৬; ইয়ার ৭:৩১ আয়াত ও নোট; ৩২:৩৫ আয়াত)।

১:৭ সার্বভৌম মাবুদের সাক্ষাতে নীরব হও। দেখুন হাবা ২:২০ আয়াত ও নোট দেখুন। *মাবুদের দিন।* সফনিয় কিতাবের মূল বিষয়বস্তু (দেখুন ভূমিকা: উদ্দেশ্য ও ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু); এহুদার রাজ্যের উদ্ধার নয় বরং পৌত্তলিক ও ধর্মত্যাগী জাতির উপর আল্লাহ্‌র গজব নাজেল। দেখুন ইশা ২:১১, ১৭, ২০; ১০:২০, ২৭; যোয়েল ১:১৫; আমোস ৫:১৮ আয়াত দেখুন। *কোরবানী।* এখানে এহুদাকে কোরবানী দেওয়া হচ্ছে। *পবিত্র করেছেন।* যেহেতু আসন্ন বিচারকে কোরবানী বলা হচ্ছে সে কারণে আল্লাহ্ তাঁর অতিথিদের পবিত্র করার মধ্য দিয়ে প্রস্তুত করছেন – যেন তারা এই কোরবানী উৎসর্গে সাক্ষী হিসেবে অংশ নেয়। *তাঁর দাওয়াতপ্রাপ্ত লোক।* পৌত্তলিক যে সমস্ত জাতির মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ এহুদাকে শাস্তি দিয়েছেন; এক্ষেত্রে মূলত ব্যাবিলনীয়রা।

১:৮ বিজাতীয় পোশাক। যে সমস্ত পোশাক ব্যাবিলনের, মিসরের বা আশেরিয়ার বলে পরিচয় দিত।

১:৯ যারা লাফ দিয়ে গোবরাট পার হয়। সম্ভবত নবী শামুয়েলের সময় থেকে এই পৌত্তলিক রীতিটি চালু হয় (১ শামু ৫:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১:১০-১৩ সারা নগরী জুড়ে মাতম করা হবে (এর সাথে তুলনা

ক্রন্দনের আওয়াজ, দ্বিতীয় বিভাগ থেকে হাহাকার ও উপপর্বতগুলো থেকে মহাভঙ্গের আওয়াজ শোনা যাবে। ১১ হে মক্তেশ [উদূখল] নিবাসীরা, তোমরা হাহাকার কর, কেননা সমস্ত ব্যবসায়ী লোক ধ্বংস হয়েছে, সকল রূপার বাহক বিনাশ পেয়েছে। ১২ সেই সময়ে আমি প্রদীপ জ্বেলে জেরুশালেমের সন্ধান করবো; আর যে লোকেরা নির্বিঘ্নে নিজ নিজ গাদের উপরে সুস্থির আছে, যারা মনে মনে বলে, মাবুদ মঙ্গলও করবেন না, অমঙ্গলও করবেন না, তাদেরকে দণ্ড দেব। ১৩ তাদের সম্পদ লুট হবে ও তাদের বাড়িগুলো ধ্বংসস্থান হবে; তারা বাসগৃহ নির্মাণ করবে, কিন্তু তাতে বাস করতে পারবে না; আঙ্গুরক্ষেত প্রস্তুত করবে, কিন্তু তার আঙ্গুর-রস পান করতে পারবে না।

মাবুদের মহাদিন

১৪ মাবুদের মহাদিন কাছে এসে গেছে, তা নিকটবর্তী, অতি শীঘ্র আসছে; ঐ মাবুদের দিনের আওয়াজ; সেখানে বীর তীব্র আর্তনাদ করছে। ১৫ সেদিন ক্রোধের দিন, সঙ্কট ও সঙ্কোচের দিন, বিনাশ ও সর্বনাশের দিন, অন্ধকার ও তমাসার দিন, ১৬ মেঘ ও গাঢ় তমাসার দিন, তূরীধ্বনি ও রণনাদের দিন; তা প্রাচীরবেষ্টিত নগর ও উঁচু দুর্গগুলোর বিপক্ষ। ১৭ আমি মানুষকে দুঃখ দেব; তারা অন্ধের মত ভ্রমণ করবে, কারণ তারা মাবুদের বিরুদ্ধে গুনাহ্ করেছে; তাদের রক্ত ধুলার মত ও তাদের মাংস মলের মত ঢালা যাবে। ১৮ মাবুদের ক্রোধের দিনে তাদের রূপা বা তাদের সোনা তাদেরকে উদ্ধার করতে পারবে না; কিন্তু তাঁর অন্তর্জ্বালার তাপে সমস্ত দেশ আগুনে পুড়ে যাবে, কেননা তিনি দেশ-নিবাসী সকলের বিনাশ, হ্যাঁ, ভয়ানক সংহার করবেন।

[১:১১] ইয়াকুব ৫:১।
[১:১২] আমোষ ৬:১।
[১:১৩] ২বাদশা ২৪:১৩; ইয়ার ১৫:১৩।
[১:১৪] যোয়েল ১:১৫।
[১:১৫] ইশা ২২:৫; যোয়েল ২:২; মার্ক ১৩:২৪-২৫।
[১:১৬] দ্বি:বি ২৮:৫২।
[১:১৭] ইশা ৫৯:১০।
[১:১৮] আইউ ২০:২০।
[২:১] ২খান্দান ২০:৪।
[২:২] ইশা ১৭:১৩; হোশেয় ১৩:৩।
[২:৩] আমোষ ৫:৬।
[২:৪] পয়দা ১০:১৯; আমোষ ১:৬, ৭-৮; জাকা ৯:৫-৭।
[২:৫] ১শামু ৩০:১৪।

ইসরাইলের দুশমন জাতিদের উপরে দণ্ড

২ ১ হে লজ্জাহীন জাতি, তোমরা জমায়েত হও, ২ হ্যাঁ, জমায়েত হও, কেননা দণ্ডাজ্ঞা সফল হবার সময় হল, দিন তো তুষের মত উড়ে যাচ্ছে; মাবুদের ক্রোধের আগুন তোমাদের উপরে এসে পড়লো, মাবুদের গজবের দিন তোমাদের উপরে এসে পড়লো। ৩ হে দেশস্থ সমস্ত নম্র লোক, তাঁর শাসন পালন করেছ যে তোমরা, তোমরা মাবুদের খোঁজ কর, ধর্মের অনুশীলন কর, নম্রতার অনুশীলন কর; হয় তো মাবুদের ক্রোধের দিনে তোমরা গুপ্তস্থানে রক্ষা পাবে।

৪ কারণ গাজা পরিত্যক্ত ও অস্কিলোন ধ্বংসস্থান হবে; অস্‌দোদের লোকদেরকে মধ্যাহ্নকালে তাড়িয়ে দেওয়া হবে ও ইক্রোণকে উপ্‌ড়ে ফেলা হবে। ৫ ধিক্ সমুদ্রের উপকূল-

করুন ৩:১৪-১৭ আয়াত)।

১:১০ যে সমস্ত ব্যবসায়ী অসততার মধ্য দিয়ে ধনী হয়েছে তারা সকলে ধ্বংস হয়ে যাবে। *মৎস-দ্বার।* নগরীর উত্তর পাশের দেয়ালে এই দ্বারের অবস্থান ছিল (নহি ৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন)। জেরুশালেম নগরটি উত্তর দিক থেকে আক্রমণের জন্য সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিগ্রস্ত ছিল। *দ্বিতীয় বিভাগ।* ২ বাদশাহ্ ২২:১৪ আয়াত দেখুন।

১:১১ মক্তেশ। বাজার এলাকা; সম্ভবত টাইরোপিয়োন উপত্যকায় এই নামের একটি পাড়া ছিল (নহিমিয়া ২:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

১:১২ প্রদীপ জ্বেলে জেরুশালেমের সন্ধান করবো। ব্যাবিলনীয়রা পরবর্তী সময়ে লোকদের ঘর থেকে, রাস্তা থেকে, নর্দমা থেকে ও কবর থেকে তাদের লুকানো অবস্থা থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। *নিজ নিজ গাদের উপরে সুস্থির আছে।* ইশা ২৫:৬ আয়াত ও নোট দেখুন। *মাবুদ মঙ্গলও করবেন না, অমঙ্গলও করবেন না।* দুষ্ট লোকেরা গর্ব করে সাধারণত এ ধরনের কথাই বলে (জবুর ১০:১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১:১৩ যারা অসততার মধ্য দিয়ে সম্পদশালী হয়েছে তারা প্রত্যেকেই ধরা পড়বে এবং তাদের লুট করা হবে (দ্বি.বি. ২৮:৩০ আয়াত দেখুন)।

১:১৪-১৮ এক নাটকীয় ভঙ্গিমার মধ্য দিয়ে মাবুদ আল্লাহ্ সেই ধ্বংসের কথা বর্ণনা করছেন যার মধ্য দিয়ে মাবুদ তাঁর গজবের আগুনে এই দুনিয়াকে সংহার করবেন।

১:১৫ সেদিন ক্রোধের দিন। এই অংশটি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে টমাস অব সিলানো ১২৫০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত সঙ্গীত Dies Irae Dies Illa রচনা করেন। *অন্ধকার ও তমাসার দিন।* আমোস ৫:১৮-২০ আয়াত দেখুন।

১:১৭ তারা অন্ধের মত ভ্রমণ করবে। দেখুন দ্বি.বি. ২৮:২৮-২৯।

১:১৮ রূপা ... সোনা ... উদ্ধার করতে পারবে না। আল্লাহ্‌র বিচারের দিনে বস্তুগত সম্পদ মানুষকে তার প্রাপ্য শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে না। *তাঁর অন্তর্জ্বালার তাপে।* দেখুন আয়াত ২-৩ ও নোট; ৩:৮।

২:১-৩ নবী সফনিয় এখানে এহুদাকে জাতিগতভাবে মন পরিবর্তন ও অনুতাপ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। মন পরিবর্তন ও অনুতাপের এই আহ্বান এবং পরবর্তীতে এই আহ্বানে সাড়া দানে জেরুশালেমের অস্বীকৃতি (৩:৬-৮ আয়াত ও নোট) মাবুদের দিনের আসন্ন বিচারের বিষয়টিকে কাঠামোবদ্ধ করেছে (২:৪–৩:৫)।

২:২ তুষের মত উড়ে যাচ্ছে। দেখুন জবুর ১:৪ আয়াত ও নোট; ৩৫:৫; ইশা ১৭:১৩; ২৯:৫; হোসিয়া ১৩:৩ আয়াত।

২:৩ মাবুদের খোঁজ কর। যদিও তাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, তথাপি এখনও এই ধ্বংস থেকে রেহাই পাওয়ার সময় আছে যদি তারা জাতিগতভাবে অনুতাপ ও মন পরিবর্তন করে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে আসে (আমোস ৫:৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। *নম্র।* যারা তাদের মূর্তিপূজার ঔদ্ধত্য ও মন্দতা ছেড়ে নম্রতার খোঁজ করবে।

২:৪–৩:৮ জাতিগণের উপরে আল্লাহ্‌র আসন্ন বিচার – যার মধ্যে জেরুশালেমও রয়েছে (আমোস ১:৩–২:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২:৪ গাজা ... অস্কিলোন ... অসদোদ ... ইক্রোণ। ফিলিস্তিনী নগরীগুলো এহুদার পশ্চিম দিকে সমুদ্রের তীরে অবস্থিত ছিল (আয়াত ৫-৬ দেখুন; আরও দেখুন আমোস ১:৬, ৮ আয়াতের নোট)।

নিবাসীদেরকে, করেথীয়দের জাতিকে! হে কেনান, ফিলিস্তিনীদের দেশ, মাবুদের কালাম তোমাদের বিপক্ষ; আমি তোমাকে এমনভাবে ধ্বংস করবো যে, তোমাতে আর কেউ বসতি করবে না। ৬ আর সমুদ্রের তীরস্থ অঞ্চল বাথানে, ভেড়ার রাখালদের গহ্বরে ও ভেড়ার খোঁয়াড়ে পরিণত হবে। ৭ সেই অঞ্চল এহুদা-কুলের অবশিষ্টাংশের অধিকার হবে; তারা তার উপরে নিজ নিজ পাল চরাবে; সন্ধ্যাবেলা অস্কিলোনের বাড়িতে বাড়িতে শয়ন করবে; কেননা আল্লাহ্ মাবুদ তাদের তত্ত্বাবধান করবেন ও তাদের বন্দীদশা ফিরাবেন।

৮ আমি মোয়াবের উপহাস ও অম্মোনীয়দের কটুবাক্য শুনেছি; তারা আমার লোকদের উপহাস করেছে, আর তাদের সীমানার বিপরীতে নিজেদের বড় করে দেখিয়েছে। ৯ এজন্য বাহিনীগণের মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্, এই কথা বলেন, আমার জীবনের কসম, মোয়াব অবশ্য সাদুমের মত এবং অম্মোন-সন্তানেরা আমুরার মত হবে, বিছুটির আশ্রয়, লবণের কূপ ও নিত্য ধ্বংসস্থান হবে; আমার লোকদের অবশিষ্টাংশ তাদের সম্পত্তি লুট করবে ও আমার জাতির অবশিষ্ট লোকেরা তাদের অধিকার পাবে। ১০ এটা তাদের অহঙ্কারের প্রতিফল; কেননা তারা টিটকারি দিয়েছে, বাহিনীগণের মাবুদের লোকদের বিরুদ্ধে নিজেদের বড় করে দেখিয়েছে। ১১ মাবুদ ওদের প্রতি ভয়ঙ্কর হবেন, কারণ তিনি দুনিয়ার সমস্ত দেবতাকে দুর্বল করবেন এবং মানুষেরা সকলে নিজ নিজ স্থান থেকে তাঁর কাছে সেজ্‌দা করবে, জাতিদের উপকূলগুলো করবে।

১২ হে ইথিওপীয়রা, তোমারও আমার তলোয়ারের আঘাতে নিহত হবে। ১৩ আর তিনি উত্তর দিকের বিরুদ্ধে তাঁর হাত বাড়াবেন, আশেরিয়াকে বিনষ্ট করবেন এবং নিনেভেকে ধ্বংস ও মরুভূমির মত পানি শূন্য স্থানে পরিণত করবেন। ১৪ আর তার মধ্যে পশুপাল ও সমস্ত রকম বন্য প্রাণী শয়ন করবে, পানিভেলা ও শজারু তার স্তম্ভের চূড়ায় রাত যাপন করবে; জানালার মধ্য দিয়ে তাদের গানের শব্দ শোনা যাবে; গোবরাটে উৎসন্নতা থাকবে; কেননা তিনি তার এরস কাঠের কাজ অনাবৃত করেছেন। ১৫ এ সেই উল্লাসপ্রিয়া নগরী, যে নির্ভয়ে বসে থাকতো, যে মনে মনে বলতো, আমিই আছি, আমি ছাড়া আর কেউ নেই; সে একেবারে ধ্বংসের পাত্র হল, পশুদের আশ্রয়-স্থান হল! যে কেউ তার কাছ দিয়ে যাবে, সে শিস দেবে, তার

[২:৬] ইশা ৫:১৭।
[২:৭] দ্বি:বি ৩০:৩; জবুর ১২৬:৪; ইয়ার ৩২:৪৪; হোশেয় ৬:১১; যোয়েল ৩:১; আমোষ ১:৬-৮।
[২:৮] পয়দা ১৯:৩৭; ইশা ১৬:৬।
[২:৯] দ্বি:বি ২৯:২৩; ইশা ১৩:১৯; ইয়ার ৪৯:১৮।
[২:১০] আইউ ৪০:১২; ইশা ১৬:৬।
[২:১১] যোয়েল ২:১১।
[২:১২] পয়দা ১০:৬; ইশা ২০:৪।
[২:১৩] পয়দা ১০:১১; নহূম ১:১।
[২:১৪] ইশা ৫:১৭।
[২:১৫] ইশা ৩২:৯।

২:৫ করেথীয়। ১ শামু ৩০:১৪ আয়াতের নোট দেখুন। *কেনান।* পয়দা ১০:৬ আয়াতের নোট দেখুন। *আমি ... বসতি করবে না।* মাবুদ এখানে স্পষ্টভাবে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলেন।

২:৬ একদা জন বসতি পূর্ণ ফিলিস্তিনী নগরগুলো পরিত্যক্ত ভূমিতে পরিণত হবে।

২:৭ এহুদার ঈমানদার অবশিষ্টাংশ লোকেরা এই ভূমি অধিকার করবে এবং তাদের পশুর পাল সেখানে চরাবে। *তাদের বন্দীদশা ফিরাবেন।* এখানে এবং ৯, ১১ আয়াতে নবী সফনিয় মাবুদের সেই দিনের চূড়ান্ত পরিণাম ঘোষণা করেছেন, যা তিনি ৩:৯-২০ আয়াতে আরও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

২:৮ মোয়াব ... অম্মোনীয়। এহুদার পূর্ব দিকে যে জাতিরা বসবাস করতো (পয়দা ১৯:৩৬-৩৮; আমোস ১:১৩; ২:৩ আয়াতের নোট দেখুন)। ইসরাইলের প্রতি অম্মোন ও মোয়াবের শত্রুতা সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন আমোস ১:১৩; ২:৩ আয়াত। তারা অনেক সময় ইসরাইলী এলাকায় ঢুকে পড়ে উৎপাত করতো (দেখুন কাজী ১১:১৩ আয়াত ও নোট; ইহি ২৫:২-৭)।

২:৯ সাদুম ও আমুরা। দেখুন পয়দা ১৯ অধ্যায়। এই নাম দুটো পুরাতন নিয়মে আল্লাহ্‌র হাতে নিঃশেষে ধ্বংস সাধনের উদাহরণ দানের জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে (দেখুন আমোস ৪:১১ আয়াত ও নোট) এবং এই দুটো নগরের নাম উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে মাবুদের দিনের চূড়ান্ত পরিণাম সম্পর্কে নবী আরেকটু গভীর আভাস দিলেন। *বিছুটি।* জনশূন্যতার প্রতীক (ইশা ৭:২৩-২৫ আয়াত তুলনা করুন)। *অবশিষ্টাংশ ... তাদের অধিকার পাবে।* আয়াত ৭ ও নোট দেখুন।

২:১০ এটা তাদের অহঙ্কারের প্রতিফল; কেননা তারা টিটকারি দিয়েছে। এর জবাব হিসেবে অবশিষ্টাংশ ইসরাইলীয়রা অম্মোন ও মোয়াবের ভূমি অধিকার করবে।

২:১১ মানুষেরা সকলে ... তাঁর কাছে সেজ্‌দা করবে। আয়াত ৩:৯ ও নোট দেখুন।

২:১২ তোমারও। কোন ধরনের বিধৃতি না ঘটিয়ে নবী সফনিয় খুব সাধারণ কথায় মিসরের বিপক্ষে আল্লাহ্‌র শাস্তির কথা ঘোষণা করবেন, যার অবস্থান ছিল এহুদার দক্ষিণ পশ্চিম দিকে (আয়াত ৫, ৮ ও নোট দেখুন)। *হে ইথিওপীয়রা।* ৭১৫ থেকে ৬৬৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত একটি কূশীয় রাজবংশ মিসর শাসন করেছিল। *আমার তলোয়ার।* সম্ভবত ব্যাবিলনের কথা বোঝানো হয়েছে (ইহি ২১:৯-১৩, ১৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে জবুর ৭:১২-১৩; ইশা ১০:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

২:১৩ উত্তর দিক। যদিও নিনেভে এহুদার পূর্ব দিকে অবস্থিত ছিল, তথাপি আশেরীয় বাহিনী সাধারণত উত্তর দিক থেকে কেনান দেশ আক্রমণ করতো (দেখুন আয়াত ১২; ১:১০)। তারা আরব্য মরুভূমির মধ্য দিয়ে না এসে ইউফ্রেটিস নদীর তীর ধরে কুচকাওয়াজ করে এসে ইসরাইলের উত্তর দিকে প্রবেশ করতো। *নিনেভে।* ইউনুস ও নাহূম নবীর কিতাব দেখুন। যেহেতু ৬১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নিনেভে নগরী ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, সে কারণে নবী সফনিয়ের পরিচর্যা কাজের সময়কাল নিশ্চয়ই তার আগেই সম্পাদিত হয়েছিল। *ধ্বংস ও মরুভূমির মত পানি শূন্য স্থান।* এমনকি নিনেভে নগরীটি যেখানে অবস্থিত ছিল তার নিশানাও সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল এবং নগরীটি হারিয়ে গিয়েছিল। মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের বদৌলতে এই নগরীটি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে (নাহূম ৩:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন)।

২:১৫ আমিই আছি, আমি ছাড়া আর কেউ নেই। দেখুন ইশা ৪৭:১০ আয়াত। আশেরিয়ার শাসক নিজেকে আল্লাহ্‌র সম পর্যায়ের বলে ভাবতো (দেখুন ইশা ৪৭:৮, ১০ আয়াত ও

বৃদ্ধাঙ্গুল দেখাবে।

জেরুশালেমের দুষ্টতা

৩ [১] ধিক্ সেই বিদ্রোহিণী ও ভ্রষ্টাকে, সেই
জুলুমবাজ নগরীকে! [২] সে কাউকে মানে
নি, শাসন গ্রহণ করে নি, মাবুদের উপর নির্ভর
করে নি, তাঁর আল্লাহ্‌র কাছে আসে নি। [৩] তার
মধ্যস্থিত কর্মকর্তারা গর্জনকারী সিংহ, তার
বিচারকরা সন্ধ্যাকালীন নেকড়ে বাঘ; তারা সকাল
বেলার জন্য কিছুমাত্র অবশিষ্ট রাখে না। [৪] তার
নবীরা দাম্ভিক ও বিশ্বাসঘাতক, তার ইমামেরা
পবিত্রকে অপবিত্র করেছে, তারা শরীয়তের
বিরুদ্ধে জুলুম করেছে। [৫] তার মধ্যবর্তী মাবুদ
ধর্মশীল; তিনি অন্যায় করেন না, প্রতি প্রভাতে
ন্যায়বিচার স্থাপন করেন, প্রতি ভোরে তা করতে
ত্রুটি করেন না; কিন্তু অন্যায়কারীররা লজ্জা পায়
না। [৬] আমি জাতিদেরকে উচ্ছিন্ন করেছি, তাদের
উঁচু দুর্গগুলো ধ্বংস হয়েছে; আমি তাদের পথ
শূন্য করেছি, তা দিয়ে কেউ আর চলাচল করে
না; তাদের নগরগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে, সেখানে
মানুষ নেই, কোন বাসকারী আর নেই। [৭] আমি
বললাম তুমি অবশ্য আমাকে ভয় করবে, তুমি
শাসন গ্রহণ করবে, তাতে তার নিবাস উচ্ছিন্ন
হবে না; আমার সকল শাস্তিও তার উপরে
আসবে না। কিন্তু সেখানকার অধিবাসীরা
আগ্রহের সঙ্গে নিজেদের সকল কাজ নষ্ট করে
ফেলতে লাগল।

[৩:১] ইয়ার ৬:৬।
[৩:২] লেবীয় ২৬:২৩; ইয়ার ৭:২৮।
[৩:৩] জবুর ২২:১৩।
[৩:৪] জবুর ২৫:৩; ইশা ৪৮:৮; ইয়ার ৩:২০; ৯:৪; মালা ২:১০।
[৩:৫] উজা ৯:১৫।
[৩:৬] লেবীয় ২৬:৩১।
[৩:৭] হোশেয় ৯:৯।
[৩:৮] জবুর ৭৯:৬; প্রকা ১৬:১।
[৩:৯] পয়দা ৪:২৬।
[৩:১০] ২খান্দান ৩২:২৩; ইশা ৬০:৭।
[৩:১১] ইশা ২৯:২২; যোয়েল ২:২৬-২৭।

জাতিদের প্রতি দণ্ড ও তাদের ফিরে আসা

[৮] এজন্য মাবুদ বলেন, তোমরা সেদিন পর্যন্ত
আমার অপেক্ষায় থাক, যেদিন আমি হরণ
করতে উঠবো; কেননা আমার বিচার এই; আমি
জাতিদেরকে সংগ্রহ করে ও রাজ্য সকল একত্র
করে তাদের উপরে আমার গজব, আমার সমস্ত
ক্রোধের আগুন ঢেলে দেব; বস্তুত আমার
অন্তর্জ্বালার তাপে সমস্ত দুনিয়া আগুনে পুড়ে
যাবে।

[৯] আর সেই সময় আমি জাতিদেরকে বিশুদ্ধ
ওষ্ঠ দেব, যেন তারা সকলেই মাবুদের নামে
ডাকে ও একযোগে তাঁর এবাদত করে।
[১০] ইথিওপিয়া দেশের নদীগুলোর পার থেকে
আমার এবাদতকারীরা, আমার ছড়িয়ে পড়া
লোকেরা, আমার জন্য নৈবেদ্য আনবে। [১১] তুমি
নিজের যেসব কাজের জন্য আমার কাছে
অপরাধিনী হয়েছ, তার জন্য সেদিন লজ্জিত হবে
না; কেননা সেই সময়ে আমি তোমার অহ-
ংকারযুক্ত উল্লাসকারী লোকদের তোমার কাছ
থেকে হরণ করবো; তাতে তুমি আমার পবিত্র

নোট)। *ধ্বংসের পাত্র হল।* এখানে নিনেভে নগরীর আসন্ন ধ্বংসের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

৩:১ নগরী। স্বধর্মত্যাগী জেরুশালেমকে তার গুনাহ্‌র জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। *জুলুমবাজ।* ইয়ার ২২:৩ আয়াত দেখুন।

৩:৩-৪ কর্মকর্তারা ... বিচারকরা ... নবীরা ... ইমামরা। এহুদার সকল শ্রেণীর নেতৃবর্গ তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে এবং সকলেই দুর্নীতি পরায়ণ ও অসৎ হয়েছে (ইয়ার ১:১৮ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩:৩ গর্জনকারী সিংহ ... সন্ধ্যাকালীন নেকড়ে বাঘ। যারা ক্ষমতায় থকে তারা প্রত্যেকে নিষ্ঠুর ও হিংস্র হয়ে ওঠে।

৩:৪ দাম্ভিক ও বিশ্বাসঘাতক। তারা নিজেদেরকে মাবুদ আল্লাহ্‌র নবী বলে দাবী করে, কিন্তু তা একেবারেই মিথ্যা (ইয়ার ৫:৩১ আয়াত ও নোট; ১৪:১৪; ২৩:১৬, ৩২ আয়াত দেখুন)। *ইমামেরা ... শরীয়তের বিরুদ্ধে জুলুম করেছে।* যেখানে তাদের হওয়া উচিত ছিল শরীয়তের শিক্ষক (দেখুন দ্বি.বি. ৩১:৯-১৩; ২ খান্দান ১৭:৮-৯; ১৯:৮; উযা ৭:৬; ইয়ার ২:৮; ১৮:১৮; মালাখি ২:৭ আয়াত)।

৩:৫ প্রতি প্রভাতে ... ত্রুটি করেন না। তুলনা করুন মাতম ৩:২২-২৩ আয়াত ও নোট।

৩:৬-৮ জেরুশালেম নগরী অনুতাপ ও মন পরিবর্তন করতে অস্বীকৃতি জানালো (দেখুন ২:১-৩ আয়াত ও নোট)।

৩:৬ আমি জাতিদেরকে উচ্ছিন্ন করেছি। অন্যান্য জাতিদেরকে ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে মাবুদ আল্লাহ্‌ চেয়েছিলেন যেন গুনাহ্‌গার এহুদা জাতি সতর্ক হয়, কিন্তু তাতে কোন লাভ হয় নি (আয়াত ৭ দেখুন)।

৩:৭ আগ্রহের সঙ্গে ... নষ্ট করে ফেলতে লাগল। উদাহরণস্বরূপ দেখুন ইয়ার ৭:১৩, ২৫-২৬ আয়াত।

৩:৮ আমার অপেক্ষায় থাক। এহুদার প্রতি এক উপহাসমূলক বক্তব্য, যেন তারা ধ্বংসের অপেক্ষায় থাকে। *আমি হরণ করতে উঠবো।* মাবুদ আল্লাহ্‌ তাদেরকে অভিযুক্ত করবেন (জবুর ৫০:৭ আয়াত দেখুন) এবং এর পর তিনি তাদের বিচারের রায় কার্যকর করবেন। কেননা আমার বিচার এই। কিংবা বলা যায়, "আমার বিচারের রায় এই।" মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর পরিকল্পনা অনুসারেই প্রত্যেকের কর্মফল অনুসারে বিচার করেছেন ও শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। আমার অন্তর্জ্বালার তাপে সমস্ত দুনিয়া আগুনে পুড়ে যাবে। দেখুন আয়াত ১:২-৩ ও নোট; ১:১৮; মাতম ১:১৩ ও নোট।

৩:৯-২০ তিন স্তর বিশিষ্ট একটি ভবিষ্যদ্বাণী (দেখুন আয়াত ৯-১৩, ১৪-১৭, ১৮-২০), যেখানে আল্লাহ্‌র মুক্তির পরিকল্পনা এবং এর পরে তাঁর বিচারের কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

৩:৯-১৩ মাবুদ আল্লাহ্‌ এই নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে, জাতিগণকে পরিশুদ্ধ করা হবে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া লোকদের একত্রিত করা হবে এবং জেরুশালেমকে আগুনে পুড়িয়ে খাঁটি করা হবে।

৩:৯ জাতিগণের উপরে আল্লাহ্‌র ভয়ঙ্কর বিচার তাদেরকে পবিত্র হতে উৎসাহিত করবে, যেন তারা তাঁর নাম ধরে মুনাজাত করতে পারে এবং নিজেদেরকে তাঁর কাছে উপস্থাপন করতে পারে। ইসরাইলের আল্লাহ্‌কে জাতিগণ স্বীকৃতি জানাবে এবং আল্লাহ্‌র লোকেরা তাদের কাছে সম্মানের পাত্র বলে পরিগণিত হবে (তুলনা করুন আয়াত ১৯-২০)।

৩:১০ ইথিওপিয়া। সম্ভাব্য সবচেয়ে দূরবর্তী অঞ্চলটি এখানে কল্পনা করা হয়েছে (২:১২; ইশা ১৮:১ আয়াতের নোট দেখুন)। সবচেয়ে বেশি দূর পর্যন্ত যারা ছড়িয়ে পড়েছে তাদেরকেও ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে। আমার জন্য নৈবেদ্য আনবে। বাল ও মিল্‌কম দেবতার বদলে মাবুদ আল্লাহ্‌র জন্য কোরবানী উৎসর্গ করা হবে (তুলনা করুন ১:৪-৫ আয়াত)।

BACIB International Bible CHURCH

পর্বতে আর অহঙ্কার করবে না। ১২ আর আমি তোমার মধ্যে দীনদুঃখী একটি জাতিকে অবশিষ্ট রাখবো; তারা মাবুদের নামের আশ্রয় নেবে। ১৩ ইসরাইলের অবশিষ্ট লোক অন্যায় করবে না, মিথ্যা কথা বলবে না এবং তাদের মুখে প্রতারক জিহ্বা থাকবে না; বস্তুত তারা নির্ভয়ে বিচরণ ও শয়ন করবে, তাদেরকে ভয় দেখাবার কেউ থাকবে না।

সিয়োন-কন্যার আনন্দগান

১৪ হে সিয়োন-কন্যা, আনন্দগান কর; হে ইসরাইল, জয়ধ্বনি কর; হে জেরুশালেম-কন্যা, আনন্দ কর, মনে প্রাণে উল্লাস কর। ১৫ মাবুদ তোমার দণ্ডগুলো দূর করে দিয়েছেন, তোমার দুশমনকে সরিয়ে দিয়েছেন; ইসরাইলের বাদশাহ্ মাবুদ তোমার মধ্যবর্তী; তুমি আর অমঙ্গলের ভয় করবে না। ১৬ সেদিন জেরুশালেমকে এই কথা বলা যাবে, ভয় করো না; হে সিয়োন, তোমার হাত শিথিল না হোক। ১৭ তোমার আল্লাহ্ মাবুদ তোমার মধ্যবর্তী; সেই বীর উদ্ধার করবেন, তিনি তোমার বিষয়ে পরম আনন্দ করবেন; তিনি প্রেমে তোমাকে নতুন করে তুলবেন, আনন্দগান দ্বারা তোমার বিষয়ে উল্লাস করবেন। ১৮ যারা নির্দিষ্ট ঈদ পালন করতে না পেরে খেদ করে, তাদেরকে আমি একত্র করবো; তারা তোমা থেকে উৎপন্ন, তারা ধিক্কারে ভারগ্রস্ত। ১৯ দেখ, যেসব লোক তোমাকে দুঃখ দেয়, সেই সময়ে আমি তাদের প্রতি যা করার, তা করবো; আর আমি খঞ্জকে উদ্ধার করবো ও বিতাড়িতকে সংগ্রহ করবো; এবং যাদের লজ্জা সারা দুনিয়াতে ছড়িয়ে গেছে, আমি তাদেরকে প্রশংসার ও কীর্তির পাত্র করবো। ২০ সেই সময়ে আমি তোমাদের আনবো, সেই সময়ে তোমাদেরকে সংগ্রহ করবো; কারণ আমি দুনিয়ার সমস্ত জাতির মধ্যে তোমাদেরকে কীর্তি ও প্রশংসার পাত্র করবো; কেননা তখন আমি তোমাদের সম্মুখেই তোমাদেরকে বন্দীদশা থেকে ফিরিয়ে আনবো, মাবুদ এই কথা বলেন।

[৩:১২] ইশা ১৪:৩২।
[৩:১৩] ইয়ার ৩৩:১৬; প্রকা ১৪:৫।
[৩:১৪] জবুর ৯:১৪; জাকা ২:১০।
[৩:১৫] ইহি ৩৭:২৬-২৮।
[৩:১৬] ২বাদশা ১৯:২৬; আইউ ৪:৩; ইশা ৩৫:৩-৪; ইব ১২:১২।
[৩:১৭] হোশেয় ১৪:৪।
[৩:১৯] ইহি ৩৪:১৬; মীখা ৪:৬।
[৩:২০] ইয়ার ২৯:১৪; ইহি ৩৭:১২।

৩:১২ অবশিষ্ট। দেখুন আয়াত ২:৭; ইশা ১:৯ ও নোট।

৩:১৩ তাদেরকে ভয় দেখাবার কেউ থাকবে না। এই কথাটি মিকাহ্ ৪:৪ আয়াত থেকে হুবুহু উদ্ধৃত করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৩:১৪-১৭ উদ্ধার প্রাপ্ত জেরুশালেম নগরী আনন্দ প্রকাশ করছে (দুটি ভাগে: আয়াত ১৪-১৫ এবং আয়াত ১৬-১৭) – নবী সফনিয়ের আশ্বাস বাণী (এর সাথে তুলনা করুন ১:১০-১৩ আয়াত)।

৩:১৪ সিয়োন-কন্যা ... জেরুশালেম-কন্যা। জেরুশালেম নগরীকে এখানে ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে। (২ বাদশাহ্ ১৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩:১৫ তোমার দুশমন। যারা ইসরাইলের বিরুদ্ধে এসে দাঁড়িয়েছিল তাদের প্রত্যেকে। *ইসরাইলের বাদশাহ্ মাবুদ।* দেখুন ইশা ৪৪:৬ আয়াত; এর সাথে জবুর শরীফের ভূমিকা: ধর্মতত্ত্ব: প্রধান বিষয়বস্তু দেখুন।

৩:১৬ তোমার হাত শিথিল না হোক। অর্থাৎ নিরুৎসাহিত হয়ো না (ইয়ার ৪৭:৩ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৩:১৮-২০ মাবুদের উদ্ধারের পরিকল্পনার সারসংক্ষেপ – মাবুদ আল্লাহ্‌র সর্বশেষ আশ্বাস বাণী।

৩:১৮ খেদ করে। ইসরাইল জাতি তাদের প্রধান প্রধান ধর্মীয় ঈদ উৎসব পালন করতে না পেরে আক্ষেপ করেছিল। *নির্দিষ্ট ঈদ।* দেখুন লেবীয় ২৩ অধ্যায়।

৩:১৯-২০ বিতাড়িতকে সংগ্রহ করবো ... কীর্তির পাত্র করবো ... তোমাদেরকে সংগ্রহ করবো ... প্রশংসার পাত্র করবো। মাবুদ আল্লাহ্ যতই তাঁর আশ্বাসবাণীর শেষ দিকে উপনীত হচ্ছেন ততই তিনি যেন তাঁর লোকদেরকে আরও আপন করে নিচ্ছেন।

৩:২০ তোমাদেরকে কীর্তি ও প্রশংসার পাত্র করবো। দেখুন আয়াত ১৯; এর সাথে পয়দা ১২:২-৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

হযরত সফনিয়

হযরত সফনিয় ৬৪০-৬২১ খ্রীঃপূঃ পর্যন্ত এহুদাতে নবী হিসেবে কাজ করেছিলেন।

সেই সময়কার অবস্থা	ইউসিয়া এহুদার শেষ ভাল বাদশাহ্ ছিলেন। জাতিকে ঘুরে দাঁড়ানো এবং আল্লাহ্‌র দিকে ফেরানোর জন্য তাঁর সাহসিক চেষ্টা সম্ভবত সফনিয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।
মূল বার্তা	একদিন আসবে যখন আল্লাহ্ বিচারক হিসেবে গুরুতরভাবে সব জাতিকে শাস্তি দিবেন। কিন্তু বিচারের পরে, যারা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত ছিল তাদের প্রতি তিনি দয়া দেখাবেন।
বার্তার গুরুত্ব	আল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের অবাধ্যতার জন্য আমাদের সকলেরই বিচার হবে; কিন্তু আমরা যদি তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকি, তিনি আমাদের দয়া দেখাবেন।
সমসাময়িক নবীগণ	ইয়ারমিয়া (৬২৭-৫৮৬ খ্রীঃপূঃ)